সপ্তম অধ্যায়

কারও নামে রোজা রাখা প্রসঙ্গে

বেহেস্তী জেওরঃ

کسی کے نام کا روزہ رکھنا (شرک وکفر ہے)

"কারও নামে রোজা রাখা শিরক ও কুফর"। (১ম খন্ড-৩৯ পৃষ্ঠা)

ইস্‌লাহ্ বা সংশোধনঃ

কারও নামে রোজা রাখার অর্থ হলো-উক্ত রোজার সাওয়াব তাঁর রুহে পাকে পৌছিয়ে দিয়ে তাঁর দোয়া ও সান্নিধ্য লাভের আশা করা। কোন মুসলমান কাউকে খোদা মনে করে তাঁর ইবাদতের উদ্দেশ্যে রোজা রাখেনা। কাউকে খোদা মনে করে ইবাদতের নিয়তে তার নামে রোজা রাখলে ঐ রোজা রাখা অবশ্যই শিরক হবে। কোন মুসলমান কি এরূপ করে? কখনই না। তাহলে শিরক হবে কেন? এটা প্রতারণা ও ধোকা ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রকৃতপক্ষে কারও নামে নফল রোজা রাখা, নফল নামাজ পড়া, নফল সদকা করা, নফল হজ্ব করা, নফল কোরবানী করা–এক কথায় নফল ইবাদাত করা–চাই ইবাদতে বদনী হোক আর ইবাদতে মালী হোক–সব রকমের নফল ইবাদাত করা জায়েজ। আর ফরজ ইবাদাত বা নফল ইবাদাত নিজে করে তার সওয়াব জীবিত ও মৃত যে কাউকে দান করা-উভয়ই আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে এবং শরীয়ত মতে জায়েজ ও বৈধ। কোরআন, সুন্নাহ, ইজ্‌মা ও কিয়াছ- এই চার দলীলের দ্বারা তা প্রমাণিত। শিরক তো দূরের কথা, মক্রূহও নয়। ৮টি দলীল নিম্নে পেশ করা হলো।

www.sunnibarta.com

১নং দলীলঃ

রহমতে আলম নূরে মুজাসসাম নবী করিম (দঃ)-এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْمَوْتِ أَنْ تُصَلِّيَ لَهُمَا مَعَ صَلَاتِكَ وَأَنْ تَصُومَ لَهُمَا مَعَ صِيَامِكَ وَأَنْ تَصَدَّقَ لَهُمَا مَعَ صَدَقَتِكَ (رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ)

অর্থঃ "তোমার পিতা-মাতার প্রতি তাদের ইনতিকালের পর সদ্ব্যবহারের একটি সুরত হলো এই যে, তুমি তোমার নিজের নামাজের সাথে তাদের জন্যও কিছু নামাজ

www.sunnibarta.com

(নফল) পড়বে, তোমার নিজের রোজার সাথে তাদের জন্যও কিছু (নফল) রোজা রাখবে এবং তোমার নিজের সদ্‌কার সাথে তাদের জন্যও কিছু (নফল) সদকা করবে"। – দারুকুত্‌নী ও অন্যান্যগণ।

২নং দলীলঃ

এক মহিলা দরবারে নববীতে এসে আরজ করলেনঃ আমার মায়ের উপর দু'মাসের রোজা বাকী রয়েছে। আমি মায়ের পক্ষে ঐ রোজা কাজা করলে জায়েজ হবে কি? নবী করিম (দঃ)-এরশাদ করলেন– হাঁ! আরবী হাদীস নিম্নরূপঃ

كَانَ عَلٰى اُمِّىْ صَوْمُ شَهْرَيْنِ اَفَيَجْزِىْ عَنْ اَصُوْمَ عَنْهَا ؟

قَالَ نَعَمْ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অর্থ ঃ "আমার মায়ের উপর দু'মাসের রোজা বাকী রয়ে গেছে। আমি তার পক্ষে উক্ত রোজা আদায় করলে যথেষ্ট হবে কি? নবী করিম (দঃ) বললেনঃ হাঁ!" (মুসলিম শরীফ)

৩নং দলীল ঃ

ইমাম বোখারী (রহঃ) হযরত উম্মুল মোমেনীন আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী করিম (দঃ)-এরশাদ করেছেনঃ

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهٗ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

www.sunnibarta.com

অর্থ ঃ কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তার উপর যদি রোজা বাকী থেকে যায়, তাহলে তার উত্তরাধিকারী অলী বা অভিভাবক তার পক্ষে ঐ রোজা আদায় করবে"। বোখারী শরীফঃ সূত্র-হযরত আয়েশা (রাঃ)।

বিঃ দ্রঃ খালেছ ফরজ এবাদতে বদনী–যেমন নামাজ ও রোজা অন্য কেউ আদায় করলে ফরজ আদায় হবেনা। এটা সর্ব সম্মত মস্‌আলা বরং এগুলোর কাফ্যারা দিতে হবে। তাই উপরোক্ত হাদীস তিনটির মর্ম ও ব্যাখ্যা মোহাদ্দেসীনগণ এভাবে করেছেন যে, "তোমরা নামাজ ও রোজা রেখে কেবল তার সওয়াব পিতা-মাতাকে দান করতে পারবে এবং এই পদ্ধতি জায়েজ"। তাদের নামে রোজা রাখা ও নামাজ পড়া এবং ঐ সময়ে তাদের নিয়ত করা বৈধ। উদাহরণ স্বরূপঃ নামাজ-রোজার শুরুতে বলবে যে, আমি অমুকের নামে নামাজ পড়ছি বা রোজা রাখছি। এগুলোর সওয়াব তার রূহে পৌঁছুক। অথবা নিজের জন্য নামাজ পড়ে অথবা রোজা রেখে পরে এগুলোর সওয়াব অন্যকে দান করে দেবে। উভয় প্রকারই জায়েজ আছে। তাহলে শিরক হওয়ার কারণ কি?

www.sunnibarta.com

৪নং দলীলঃ

মোল্‌তাকা এবং অন্যান্য সকল ফেকাহর কিতাবে উল্লেখ আছেঃ

"وَلِلْاِنْسَانِ اَنْ يَّجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهٖ لِغَيْرِهٖ فِىْ جَمِيْعِ الْعِبَادَاتِ عِنْدَ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ"*

অর্থঃ "আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে (চার মাযহাব) মানুষ আপন সর্ব প্রকারের ইবাদাতের সওয়াব অন্যকে দান করতে পারে"।

৫নং দলীলঃ

"দোররে মোখতার" নামক ফেকাহ গ্রন্থে উল্লেখ আছেঃ

اَلْاَصْلُ اَنَّ كُلَّ مَنْ اَتٰى بِعِبَادَةٍ مَّا لَهٗ اَنْ يَّجْعَلَ ثَوَابَهٗ لِغَيْرِهٖ

অর্থঃ "মূলনীতি হচ্ছে– "প্রত্যেক ব্যক্তিই আপন আপন সব ধরনের ইবাদতের সওয়াব অন্যকে দান করতে পারবে"।

৬নং দলীলঃ

"রদ্দে মোহ্‌তার বা ফতোয়ায়ে শামী" দোররে মোখতারের উপরোক্ত ইবারতের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ

www.sunnibarta.com

اَىْ سَوَاءٌ كَانَتْ صَلٰوةً اَوْ صَوْمًا اَوْ صَدَقَةً اَوْ قِرَاءَةً اَوْ ذِكْرًا اَوْ طَوَافًا اَوْ حَجًّا اَوْ عُمْرَةً اَوْ غَيْرَ ذٰلِكَ*

অর্থঃ "সব ধরনের ইবাদাতের অর্থ হচ্ছে–নামাজ, রোজা, সদকা, ক্বেরাত, জিকর, তাওয়াফ, হজ্ব, ওমরা ইত্যাদি"। ঐ সবগুলোর সওয়াব অন্যকে দান করতে পারবে।

৭নং দলীলঃ

ফতোয়ায়ে শামীর অন্যত্র উল্লেখ আছেঃ

صَرَّحَ عُلَمَاؤُنَا بِاَنَّ لِلْاِنْسَانِ اَنْ يَّجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهٖ لِغَيْرِهٖ صَلٰوةً اَوْ صَوْمًا اَوْ صَدَقَةً وَّغَيْرَهٗ كَذَا فِى الْهِدَايَةِ – وَفِى الْبَحْرِ مَنْ صَامَ اَوْ صَلّٰى اَوْ تَصَدَّقَ وَجَعَلَ ثَوَابَهٗ لِغَيْرِهٖ مِنَ

www.sunnibarta.com

الْاَمْوَاتِ وَالْاَحْيَاءِ جَازَ وَيَصِلُ ثَوَابُهَا اِلَيْهِمْ عِنْدَ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ كَذَا فِى الْبَدَائِعِ وَبِهٰذَا عُلِمَ اَنَّهٗ لَافَرْقَ بَيْنَ اَنْ يَّكُوْنَ الْمَجْعُوْلُ لَهٗ مَيِّتًا اَوْحَيًّا وَالظَّاهِرُ اَنَّهٗ لَافَرْقَ بَيْنَ اَنْ يَّنْوِىَ عِنْدَ الْفِعْلِ لِغَيْرِهٖ اَوْ يَفْعَلُهٗ لِنَفْسِهٖ ثُمَّ بَعْدَ ذٰلِكَ يَجْعَلُ ثَوَابَهٗ لِغَيْرِهٖ لِاِطْلَاقِ كَلَامِهِمْ وَاَنَّهٗ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفْلِ – (رَدُّ الْمُحْتَارُ)

অর্থঃ "আমাদের হানাফী মাজহাবের উলামাগণ পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন যে, মানুষ নিজ আমলের সওয়াব অন্যকে দান করতে পারেন – যেমন নামাজ, রোজা, সদ্‌কা ইত্যাদি। হেদায়া গ্রন্থে এ মত উল্লেখিত হয়েছে। বাহ্‌র নামক গ্রন্থে আছে–কেউ নামাজ পড়ে, রোজা রেখে, সদকা করে এর সওয়াব জীবিত বা মৃত যে কোন ব্যক্তিকে দান করে দিলে জায়েজ হবে এবং আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে সে সওয়াব ঐ ব্যক্তির নামে পৌঁছে যাবে। বাদায়ে' নামক গ্রন্থে এরূপই উল্লেখ করা হয়েছে। হেদায়া ও বাদায়ে' গ্রন্থদ্বয়ের মন্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, সওয়াবপ্রাপ্ত ব্যক্তি জীবিত বা মৃত উভয়ই হতে পারে। এর মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। একথাও জানা গেল যে, কাজ করার সময়ই অন্যকে দান করার নিয়তে ঐ আমল করা হয়েছে। অথবা আমল করার পর অন্যকে এর সওয়াব দান করা হবে। এই উভয় ধরনের নিয়তই বৈধ। কেননা, হেদায়া ও বাদায়ে গ্রন্থে উলামাগণ আগে বা পরের কোন শর্ত ছাড়াই সওয়াব দানের কথা বলেছেন। আর একটি বিষয়ও পরিস্কার হয়ে গেল যে, ফরজ অথবা নফল ইবাদাত–উভয় ইবাদাতের সওয়াবই দান করা যেতে পারে। এটা নিয়তের উপর নির্ভরশীল" – ফতোয়ায়ে শামী।

www.sunnibarta.com

পাঠকবর্গকে ইনসাফের সাথে বিবেচনা করতে বলবো। যখন অন্যের নিয়ত করে রোজা রাখা হয় এবং এরূপ নিয়ত করে যে, এর সওয়াব অমুকের রূহে পৌঁছুক–অথবা নিজের জন্য আমল করে পরে তার সওয়াব অন্যকে দান করা হয়–তখন উভয় সুরতই জায়েজ। এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাহলে অন্যের নামে রোজা রাখাকে শিরক বলা হলো কেন? দ্বিতীয় সুরতকে তো থানবী সাহেব শিরক বলেননি। এটা কি হঠকারিতা ও প্রতারণা নয়? কারও নামে রোজা রাখাই যদি শিরক হয়- তাহলে তো নিজের নামেও রোজা রাখা শিরক হওয়া উচিত ছিল। থানবী সাহেব শুধু অন্যের নামে নিয়ত করে রোজা রাখাকে শিরক বলেছেন। অন্যের নামে নামাজ পড়াও তো তাহলে শিরক হবে? কিন্তু থানবী সাহেব শুধু রোজার কথা খাস করে উল্লেখ করেছেন কেন? নামাজ বা

www.sunnibarta.com

অন্যান্য ইবাদাতের কথা তিনি চেপে গেছেন। অথচ ফোকাহায়ে কেরাম সমস্ত ইবাদাতের সওয়াব দান করাই জায়েজ বলেছেন। যেমন- ফতোয়ায়ে শামীতে উল্লেখ করা হয়েছে। আর যদি চুপ থেকে থানবী সাহেব অন্যান্য ইবাদাতের সওয়াব দান করার বিষয় স্বীকার করে থাকেন-তাহলে রোজাকে শিরক বললেন কোন্ দলীলের বলে? কেননা, নামাজের যে হুকুম- রোজারও একই হুকুম। অন্যান্য ইবাদাতেরও একই হুকুম। ফরজের যে হুকুম, নফলেরও একই হুকুম। যা উপরে প্রমাণিত হয়েছে।

৮নং দলীলঃ (অনুবাদক)

কোন নেক কাজ করে পূর্বে বা পরে এর সওয়াব যে অন্যকে দান করা যায়-তার দুটি প্রমাণ অতিরিক্ত দলীল হিসাবে পেশ করা হলো। যথাঃ

(ক) মেশকাত শরীফে আছে-হযরত সাআদ ইবনে মুয়াজ (রাঃ)-এর মা ইনতিকাল করার পর তিনি নবী করিম (দঃ)-এর খেদমতে এসে আরজ করলেন-ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার মা ইনতিকাল করেছেন। এখন কোন্ জিনিস তাঁর জন্য উপকারী হবে? হুজুর (দঃ) বললেনঃ একটি কুপ খনন করে তোমার মায়ের নামে দান করে দাও এবং বলো "হাজা লি উম্মে সাআদ"। অর্থাৎ এই কুপটি সাআদের (রাঃ) মায়ের নামে।

(খ) হযরত রাবেয়া বসরী (রহঃ) তাপসী রমনী ছিলেন এবং তাবেয়ী ছিলেন। তিনি প্রতি রাত্রে নবী করিম (দঃ)-এর নামে এক হাজার রাকআত নফল নামাজ পূর্বেই নিয়ত করে আদায় করতেন। এভাবে তিনি রহমাতুল্লীল আলামীনের শুকরিয়া আদায় করতেন (রাবেয়া জীবনী গ্রন্থ)।

www.sunnibarta.com

উপরোক্ত ৮টি দলীল দ্বারা প্রমানিত হলো-কারও নামে রোজা রাখা শিরক নয়। এমন কি হারাম বা মক্‌রূহও নয়। বরং জায়েজ ও উত্তম। ইহাই আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বিদা এবং শরীয়তের বিধান। এটাকে শিরক বলা উদ্দেশ্যমূলক প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। বেহেস্তী জেওর মুসলমানী বৈধ কাজকে শিরক বলে মুসলমানকে মুশরিক বানিয়ে ছাড়ে। থানবীর শেরেকী ফতোয়া থেকে আল্লাহ পানাহ দিন।

www.sunnibarta.com